মানুষের অভিশাপ ও ঈশ্বরের বিচার

(Curse & Judgment)

১ শমূয়েল ১৪ অধ্যায় ২৪-৪৫

শৌলের সঙ্গে মাত্র ৬০০ জন ইজ্রায়েলী ছিল। কিন্তু ঈশ্বর যখন ভূমিকম্পের মাধ্যমে পলেষ্টীয় সৈন্যদলের মধ্যে ভয় উপস্থিত করলেন এবং তারা যখন একে অন্যকে হত্যা করতে করতে তাদের নিজেদের দেশের দিকে ফিরে গেল, তখন তা দেখে যে সমস্ত ইব্রীয় পলেষ্টীয়দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং যে সমস্ত ইজ্রায়েলী ইফ্রয়িম প্রদেশের পাহাড়ে লুকিয়েছিল, তারা সকলে পলায়মান পলেষ্টীয়দের আক্রমণ করতে শৌলের সঙ্গে যোগ দিল। আর তাই ধরা যেতে পারে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে শৌলের সঙ্গে লোকদের সংখ্যা দশ হাজারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলস্বরূপ, সেদিন পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ইজ্রায়েল জয় লাভ করেছিল, ***"সদাপ্রভু সেদিন ইজ্রায়েলকে নিস্তার করেছিলেন"*** (২৩ পদ)। কিন্তু ইজ্রায়েল সেদিন যে বিশাল জয় লাভ করতে পারত, তার থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছিল, কারণ তাদের রাজা শৌল তাদের উপর বোকামীর বোঝা চাপিয়েছিল। আজ আমরা শৌলের সেই বোকামীর কথা শুনতে চলেছি। তার থেকে মানুষের অভিশাপ ও ঈশ্বরের বিচারকে দেখব।

এখন, এই যুদ্ধের জন্য ইজ্রায়েলীরা তেমন প্রস্তুত না থাকায়, তাদের পক্ষে পলেষ্টীয়দের পিছু ধাওয়া করা ও তাদের হত্যা করার কাজ সহজ ছিল না। তাই, সেদিন সৈন্যরা শ্রান্ত/ক্লান্ত *{distressed (KJV), in distress (NIV), hard-pressed (NASB)}* হয়েছিল। আর তাই বলা হয়েছে, ***"ঐ দিনে ইজ্রায়েলীরা দুর্দশাপন্ন হয়েছিল"*** (১শমূয়েল ১৪:২৪ক)। কিন্তু শৌলের হঠকারীতার সিদ্ধান্ত সেদিন ইজ্রায়েলীদের আরও দুর্দশাগ্রস্ত করে। ২৪ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, ***"শৌল লোকদেরকে এই দিব্য করিয়েছিল, সন্ধ্যাকালের আগে, <u>আমি যে পর্যন্ত আমার শত্রুদের</u> প্রতিফল না দিই, সে পর্যন্ত যে কেউ খাদ্য গ্রহণ করবে, সে শাপগ্রস্ত হোক। এই জন্য লোকদের মধ্যে কেউই খাবার স্পর্শ করল না।"*** শৌলের কাছে এই যুদ্ধ আর পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যুদ্ধ নয়, কিংবা তাদের বিরুদ্ধে ইজ্রায়েলের যুদ্ধও নয়; কিন্তু তা পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে শৌলের ব্যক্তিগত যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে ***(আমি যে পর্যন্ত আমার শত্রুদের প্রতিফল না দিই)***। এর পিছনে যে কারণকে আমরা নির্দেশ করতে পারি, তা হল, পলেষ্টীয়দের দ্বারা শৌলের সম্মান যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: তারা ইজ্রায়েল ভূখণ্ডের উপর তাদের বিভিন্ন প্রহরীদলের শিবির স্থাপন করেছে, ইজ্রায়েলকে সম্পূর্ণভাবে লোহার অস্ত্রবিহীন করেছে, মিক্মসে বিরাট সৈন্যদল এনে ইজ্রায়েলীদের ভয় দেখিয়েছে, বিনাশক সৈন্যদলের দ্বারা ইজ্রায়েলের বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠ চালিয়েছে। তার উপর, রাজা হয়ে শৌল নিজে যদিও পলেষ্টীয়দের আক্রমণ করতে ভয় পেয়েছে, পুত্র যোনাথন পিতাকে টপকে পলেষ্টীয়দের আঘাত করেছে। আর তারই ফলস্বরূপ, পলেষ্টীয়রা পরাজিত হতে ও পালাতে বাধ্য হয়েছে (যদিও ঈশ্বরই সেদিন ইজ্রায়েলকে নিস্তার করেছিলেন)। আর তা দেখে, শৌল পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে জমা থাকা ক্ষোভ পরিশোধ করতে চেয়েছে, তার কাছে এই যুদ্ধ ব্যক্তিগত আকার ধারণ করেছে। আর তাই সে বোকার মতো লোকদের উপর যে বোঝা চাপিয়েছিল, তা হল, তাদেরকে খালি পেটে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। শৌল হয়ত ভেবেছিল, এত লোকের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে বা খাদ্য প্রস্তুত করতে যেহেতু অনেক সময়ের প্রয়োজন (যেহেতু এই যুদ্ধের জন্য তারা আগে থেকে প্রস্তুত ছিল না), সেইহেতু, মূল্যবান সময় (দিনের আলো যতক্ষণ আছে) নষ্ট না করে, ক্রমশ যুদ্ধ চালিয়ে পলেষ্টীয়দের হত্যা করাই বুদ্ধিমানের কাজ; যার দ্বারা সে পলেষ্টীয়দের দ্বারা অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারবে।

কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি শৌলের চিন্তার বিপরীতে মোড় নেয়। পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ইজ্রায়েলীদের পশ্চাৎধাবন প্রথমে বৈৎ-আবনের পার পর্যন্ত (২৩ পদ) এবং পরে মিক্মস থেকে অয়ালোনের দিকে (৩১ পদ), অর্থাৎ পশ্চিমদিকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পার্বত্যময় প্রদেশে সরে যায়। এখন খালি পেটে ইজ্‌রায়েলীদের পক্ষে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে পাহাড়ে ওঠা কতখানি কষ্টের ছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। কিন্তু শৌলের দ্বারা দিব্যর কথা স্মরণ করে ইজ্‌রায়েলী কেউই কোনও খাবার স্পর্শ করল না (২৪ পদ)। ফলস্বরূপ, ইজ্‌রায়েলীরা ক্ষুধার কষ্টে আরও ক্লান্ত ও দুর্বল হল (২৮খ পদ); এবং শক্তির সঙ্গে পলেষ্টীয়দের ধাওয়া করে হত্যা করতে ব্যর্থ হল; ইজ্‌রায়েল পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে বিশাল জয় থেকে বঞ্চিত হল।

কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের ক্লান্তির কথা চিন্তা করে, তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন (যা রান্না করার প্রয়োজন ছিল না), আর তা হল, বনের মধু। তারা এমন পরিত্যক্ত মধুর চাকের সন্ধান পেয়েছিল, যা মাটিতে পড়েছিল, যা মৌমাছিরা ত্যাগ করেছিল। অর্থাৎ, সেই খাদ্য প্রস্তুত করতে বা খেতে সময় নষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এখন, যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত হবার কারণে, যোনাথন তার পিতার দিব্যর কথা জানত না। যাইহোক, উত্তম যোদ্ধা হবার কারণে, যোনাথন মধু খাবার জন্য সময় নষ্ট করতে পারে না; আর তাই, তার হাতের লাঠি সেই মধুর চাকের মধ্যে ডুবিয়ে মধু হাতে নিয়ে পান করল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত ক্লান্তি দূর হল : ***"তাতে তার চোখ সতেজ হল"*** (২৭খ পদ)। তখন সৈন্যদের মধ্যে একজন, যে শৌলের দিব্যর কথায় ভয় পেয়ে (২৬ পদ) আত্মসম্বরণ করেছিল (পেটে খিদে, মধু খেতে প্রচণ্ড ইচ্ছা, কিন্তু আইনের চুলচেরা অনুশীলনের কথা চিন্তা করে নিজেকে দমিয়ে রেখেছিল), সে যোনাথনকে তার পিতার দ্বারা সাধিত মূর্খতাপূর্ণ দিব্যর কথা শোনাল, ***"যে ব্যক্তি আজ খাদ্য গ্রহণ করবে, সে শাপগ্রস্ত হবে"*** (২৮খ পদ)। কিন্তু এই দিব্য যে কতখানি বোকামীর, অনর্থক, বা ক্ষতিকারক; এবং সেই দিব্যর বিরুদ্ধে তার মনে যে ক্ষোভ তৈরী হয়েছে, তার প্রকাশ আমরা তার এই কথার শেষে পাই, ***"কিন্তু লোকেরা ক্লান্ত হয়েছে"*** (২৮গ পদ)। অর্থাৎ, ইজ্‌রায়েলীরা পলেষ্টীয়দের তেমন ব্যাপক হারে ধ্বংস করতে পারেনি, কারণ জোর করে তাদের না খেতে দেওয়ায় তারা আজ এত ক্লান্ত।

যোনাথন যখন সেই সত্য উপলব্ধি করল, তখন সে নির্দ্বিধায় তার পিতার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করল : ***"আমার পিতা লোকদের ব্যাকুল করেছে; বিনয় করি, দেখ, এই সামান্য মধু খেয়ে আমার চোখ কেমন সতেজ হল। আজ যদি লোকেরা শত্রুদের থেকে পাওয়া লুটদ্রব্য থেকে যথেষ্ট আহার করতে পারত, তবে আরও সতেজ হত"*** (২৯-৩০ পদ)। এই ঘটনা আমাদের বিচার ১১:৩০-৩৯ পদে, যিপ্তহের দ্বারা অজ্ঞানতার মানতকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যা তার একমাত্র কন্যাকে হোমবলিরূপে উৎসর্গ করতে বাধ্য করেছিল।

যীশুর পার্থিব পরিচর্যার সময় ইহূদী ধর্মীয় নেতারা, বিশেষতঃ অধ্যাপক ও ফরীশীরা লোকদের উপর দুর্বহ বোঝা চাপাত, কিন্তু নিজেরা তার কোনও অংশ পালন করত না (মথি ২৩:২-৬)। আসলে, তারা ঈশ্বরের দেওয়া বিধান বা আদেশে সন্তুষ্ট ছিল না। তারা ভাবত ঈশ্বরের দেওয়া ব্যবস্থা বেশি দূর পর্যন্ত যেতে পারে না। তাই তারা ঈশ্বরের বিধানের সঙ্গে তাদের নিজেদের বিভিন্ন নিয়ম ও পরম্পরা তৈরী করেছিল। তারা তাদের তৈরী সেই সমস্ত নিয়ম ও পরম্পরাকে শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিধানের সমগোত্রীয় বলে শিক্ষা দিত। আর তাই, যারা সেই সমস্ত নিয়ম বা পরম্পরা পালনে ব্যর্থ হত, তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হত।

আমরাও অনেক সময় আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা চরিতার্থ করতে বা কারুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে, আইনের চুলচেরা অনুশীলনকে লোকদের উপর বোঝা হিসাবে চাপাতে ভালোবাসি। এখন, যারা সেই আইনের আওতার মধ্যে আসে, তারা ভয়ে কিংবা তাদের ক্ষতির কথা চিন্তা করে, তা পালন করলেও, তাদের মনের মধ্যে সেই আইনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরী হয়। ফলস্বরূপ, তারা অন্যদের দ্বারা সেই আইন ভাঙ্গার সুযোগ খোঁজে। শেষে সেই ইচ্ছা যখন পূর্ণ হয়, তখন তাকে অজুহাত করে তারা আরও বড় আইন ভাঙ্গে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা ও তা পালন করার ঐকান্তিকতার মধ্যে কোনও সমস্যা নেই, তা হল শিষ্যত্বের জীবনের প্রকাশ। গীত ১১৯ অধ্যায় পরিষ্কারভাবে ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বিশ্বাসীর ভালোবাসা ও আনন্দের কথা বলে। কিন্তু আমরা যখন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সেই সমস্ত বিধানের চুলচেরা অনুশীলন করতে গিয়ে নতুন নতুন গণ্ডি তৈরী করি, তখনই তা সমস্যা তৈরী করে। (উদাহরণ: (১) বিশ্রামদিনকে পবিত্রভাবে পালন করা হল ঈশ্বরের বিধান, তা সত্যই উত্তম; কিন্তু সেইদিনে গমের শিষ্ ছিঁড়ে খাওয়া বা অসুস্থকে সুস্থ করা মানে, সেই বিধান লঙ্ঘন করা নয়। (২) মণ্ডলীর প্রতিটি আরাধনায় যোগ দেওয়া নিশ্চয়ই আশীর্বাদের; কিন্তু তা না করলে যে শাপগ্রস্ত হতে হবে, তা ঠিক নয়)।

সেদিন শৌলের দ্বারা ঘোষিত দিব্যর পরিণাম অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছিল। শৌলের হঠকারীতার ফলস্বরূপ ইজ্রায়েল পাপ করতে প্রলুব্ধ হল। খালি পেটে যুদ্ধ করায় ইজ্রায়েলীরা এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা ***"লুট দ্রব্যের দিকে দৌড়ে মেষ, গরু ও বাছুর ধরে মাটিতে বধ করতে ও রক্তশুদ্ধ খেতে লাগল"*** (৩২ পদ)। খুবই দুঃখের বিষয় যে, ইজ্রায়েলীরা শৌলের আদেশ লঙ্ঘন করতে ভয় পেলেও, সদাপ্রভু ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। কারণ, আদি ৯:৪; লেবীয় ১৭:১০-১১ ও ২বিবরণ ১২:২৩ পদে ইজ্রায়েলকে স্পষ্টভাবে রক্তশুদ্ধ মাংস ভোজন করতে নিষেধ করা হয়েছে। ধরা যেতে পারে, ঈশ্বর তাদের জন্য যে মধুর সংস্থান করে দিয়েছিলেন, যোনাথনের ন্যায় তারা যদি সেদিন তা পান করত, তাহলে সেদিন তারা ঈশ্বরের বিধানকে এইভাবে অমান্য করত না। যাইহোক, তাদের এই পাপের কথা শৌল যখন জানতে পারল, তখন সে নিজের দোষ দেখার পরিবর্তে, তার প্রজাদের দোষী করে বলল, ***"তোমরা সত্য লঙ্ঘন করেছ"*** (৩৩ পদ)। ব্যক্তিগত আক্রোশে যখন আমরা পূর্ণ হই, কিংবা প্রতিহিংসার আগুন যখন আমাদের কুড়ে কুড়ে খায়, তখন আমরা নিজেদের কোনও দোষ দেখতে পাই না, অন্যদের দোষই কেবল আমাদের চোখে পড়ে।

যাইহোক, শৌল উপলব্ধি করেছে যে, বড় ক্ষতি হয়ে গেছে; আর তাই সেই ক্ষতিকে সামাল দিতে *(damage control)*, সেই রাত্রিতে শৌল সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করে (৩৫ পদ) ইজ্রায়েলীদের বিভিন্ন পশু উৎসর্গ করতে আদেশ করল। এখন, প্রশ্ন হল, এইভাবে শৌল যে যজ্ঞবলি উৎসর্গ করেছিল, তা কি সত্যই ঈশ্বরের উদ্দেশে লোকদের পাপের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত বলি ছিল, না-কি, তা লোকদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করার বাহানা ছিল? (যেন তারা আর রক্তশুদ্ধ মাংস খেয়ে পাপ না করে)। লেখক আরও বলেছে যে, এটাই ছিল ***"সদাপ্রভুর উদ্দেশে শৌলের নির্মিত প্রথম বেদি"*** (৩৫ পদ)। হ্যাঁ, শৌল ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক বা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আরাধনা করেনি, সঙ্কটময় পরিস্থিতির সামাল দিতে বলির সুযোগ গ্রহণ করেছে, যাকে ঘুষ বা উৎকোচ বলা যেতে পারে (উদাহরণ: কয়িনের দ্বারা উৎসর্গীকৃত বলি (আদি ৪:৩-৫; মীখা ৬:৬-৮)।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, শৌলের হঠকারীতায় গৃহিত দিব্যর পরিণাম আরও এগিয়েছে। শৌল যখন উপলব্ধি করল যে, তার সঙ্গীরা মাংস খেয়ে নতুন শক্তি ও উদ্যম লাভ করেছে, তখন সে তাদের বলল, ***"চল, আমরা রাতেই পলেষ্টীয়দের পিছনে নেমে গিয়ে সকাল পর্যন্ত তাদের দ্রব্য লুট করি, এবং তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখব না"*** (৩৬ক পদ)। শৌলের এই কথায় সবাই রাজি হলেও, যাজক (অহিয়) এই কাজ করার আগে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা জানতে শৌলকে পরামর্শ দিল, ***"এস, আমরা এখানে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হই"*** (৩৬খ পদ)। তার কথা মতো শৌল ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল, ***"আমি কি পলেষ্টীয়দের পিছনে নেমে যাব? তুমি কি তাদের ইজ্রায়েলের হাতে সমর্পণ করবে?"*** (৩৭ পদ)। কিন্তু সেইদিন ঈশ্বর তাকে উত্তর দিলেন না।

এমন ঘটনার মাধ্যমে নিজের দোষ দেখবার ও তা স্বীকার করবার আরও একটি সুযোগ শৌল পেয়েছিল। তার নিজের হঠকারীতার দিব্যই যে এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার মূল, কিংবা তার দ্বারা উৎসর্গীকৃত বলি যে যথার্থ বা অন্তরিক নয়, তা উপলব্ধি করা শৌলের উচিৎ ছিল। কিন্তু শৌলের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার যে আগুল জ্বলছে, তা তাকে তা দেখতে দেয়নি, পরিবর্তে, তার নিজের তৈরী আইনের চুলচেরা অনুশীলনের প্রতিই সে মনোযোগ দিয়েছে : সে লোকদেরকে দিয়ে যে দিব্য করিয়েছিল, তা কি কেউ অমান্য করেছে? ব্যক্তিগত আক্রোশে অন্ধ শৌল নিজের তৈরী দিব্যর লঙ্ঘনকারীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। এই সময় শৌল

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঘোষণা করে যে, *"ইজ্‌রায়েলের নিস্তারকর্তা জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যদি আমার পুত্র যোনাথনের দোষে তা হয়ে থাকে, তাকে মরতে হবে"* (৩৯ পদ)। শৌলের এই কথার মধ্যে রাজা হিসাবে কারুর প্রতি মুখাপেক্ষা না করা প্রকাশ পেলেও, যোনাথনের প্রতি শৌলের অসন্তোষই ফুটে উঠেছে।

যাইহোক, আমরা জানি যে, যোনাথনই পিতার দিব্যর কথা না-জেনে, মধু খেয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত, যখন যোনাথনই ধরা পড়ল, তখন যোনাথন কিন্তু কোনও অজুহাত দেখিয়ে তার দায়িত্ব এড়ায়নি (সে বলতে পারত যে, সে না জেনে এমন কাজ করেছে), পিতার দিব্যর বিরুদ্ধে সে ক্ষোভও প্রকাশ করেনি। পরিবর্তে, সে নিজের কাজ স্বীকার করে বলেছে, *"আমি আমার লাঠির আগা দিয়ে একটু মধু চেকেছিলাম; দেখুন, আমি মরব"* (৪৩ পদ)। নিজের ছেলের এমন আচরণ দেখেও শৌলের মধ্যে কোনও পরিবর্তন নেই; ছেলেকে দেখেও সে কিছু শিখতে পারল না (সে বলতে পারত, না, আমিই আসলে এমন দিব্য করে ভুল করেছি)। পরিবর্তে, নিজের নির্দোষতা সম্বন্ধে নিশ্চিত, তাই সে জোরের সঙ্গে যোনাথনের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করল, *"ঈশ্বর অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিন; যোনাথন তুমি অবশ্য মরবে"* (৪৪ পদ)। এ কথার অর্থ, যোনাথনের যদি মৃত্যুদণ্ড না হয়, তাহলে সেই শাস্তি বা তার থেকেও বেশি শাস্তি শৌলের হবে। অবাক লাগে, এই শৌল যখন বীরত্বের সঙ্গে অম্মোনীয় নাহশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এসেছিল, তখন লোকেরা শৌলের বিদ্রূপকারীদের বধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু শৌল সেদিন এমন কথা বলেছিল, *"আজ কারুর প্রাণদণ্ড হবে না, কারণ আজ সদাপ্রভু ইজ্‌রায়েলের মধ্যে নিস্তার সাধন করলেন"* (১১:১৩)। আজ এখানে, সেই একই ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু শৌল ও লোকদের আচরণে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য আমাদের চোখে পড়ছে। শৌল যখন যোনাথনকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়, তখন প্রজারা তার বিপরীতে যোনাথনের পক্ষে এমন কথা বলছে, *"ইজ্‌রায়েলের মধ্যে যে এমন মহানিস্তার করেছে, সেই যোনাথন কি মরবে? এমন না হোক, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, তার মাথার একটি চুলও মাটিতে পড়বে না, কারণ সে আজ ঈশ্বরের সঙ্গে কাজ করেছে"* (৪৫ পদ)। ৩৯ পদে শৌলের দিব্যর ন্যায়, এখানে তার প্রজারাও সদাপ্রভুর নামে দিব্য করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজাদের দিব্যর দ্বারা শৌলের নিজের দিব্য উল্টে যায়। এর অর্থ, ৪৪ পদের কথানুসারে, শৌল নিজে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হয়।

আমাদের সার্বভৌম ঈশ্বর অবশ্যই পরিকল্পনার অধিকারী, এবং তিনি তাঁর সেই সমস্ত পরিকল্পনা তাঁর সন্তানদের জানিয়ে থাকেন, এবং তিনি সেই ক্ষমতারও অধিকারী, যাকে ব্যবহার করে তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে তাঁর প্রজাদের মধ্যে সাধন করতে পারেন। কিন্তু, তার অর্থ এই নয় যে, কেউ বোকার মতো কোনও দিব্য করার কারণে, ঈশ্বর কোনও একটি নির্দিষ্ট পথে কাজ করতে বাধ্য। দাউদ অবশ্যই এই সত্য উপলব্ধি করেছিল, তাই শিমিয়ি যখন দাউদকে শাপ দিয়েছিল, দাউদ তা শুনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি; পরিবর্তে, স্বীকার করেছিল যে শাপদানকারীর ইচ্ছানুসারে নয়, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আপন ইচ্ছানুসারেই কাজ করবেন (২শমূয়েল ১৬:৫-১২)। বিশ্বাসী আমরা অবিশ্বাসীদের ন্যায় মানুষের অভিশাপে ভয় করি না; এমনকি ঈশ্বরের নামেও যে সমস্ত শাপ দেওয়া হয়, তাদেরকেও ভয় করি না। তাই সেই সমস্ত অভিশাপকে নিস্ক্রীয় করতে আমরা কোনও যজ্ঞের সাহায্য নিই না। পরিবর্তে, আমাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের বিচারকে আমরা ভয় করি, আর তাই, আমরা আমাদের পাপস্বীকার করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। সেটাই আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায়। আসুন, অন্যের দোষ দেখা নয়, নিজেদের পাপ ও অপরাধ উপলব্ধি করি ও প্রভুর কাছে স্বীকার করি। শৌল নয়, কিন্তু যোনাথন বা দাউদের উদাহরণকে অনুসরণ করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com